Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা - আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা বিনতে মকবুল

রোলঃ ২১৬০২১০৫১

মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা বিনতে মকবুল

রোলঃ ২১৬০২১০৫১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে , আইডিঃ ২১৬০২১০৫১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাযের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

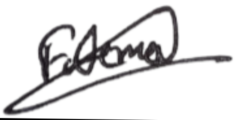

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

ফাতেমা বিনতে মকবুল

আইডিঃ ২১৬০২১০৫১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

শুরুতে কিছু কথা 5

ভূমিকা 6

গণতন্ত্র বা Democracy কি বা কাকে বলে? 7

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা 7

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রুপ 7

আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থা 9

ইসলামি আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য 10

ইসলাম VS গণতন্ত্র 13

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি আসলেই জনগণের কল্যাণ সাধন হচ্ছে? 14

গণতন্ত্রের সাথে কুরআন-সুন্নাহের সাদৃশ্যের খন্ডন 17

কেন ইসলামে গণতন্ত্রের জায়গা নেই? 19

গণতন্ত্র অনুকরণের ভয়াবহতা..25

উদ্দেশ্য এক পথচলা ভিন্ন..27

শুরুতে কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বীল আ'লামিন। সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের যিনি আমাকে "গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" এই টপিকের উপর থিসিস লিখার তৌফিক দিয়েছেন। যদিও আমি এর যোগ্য নই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রিয় মাদ্রাসা Islamic Online Madrasah-IOM এর। যারা আমাকে দ্বীনের কিছু খিদমত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

যখন মাদ্রাসা থেকে থিসিস বিষয়ে ঘোষণা আসলো, তখন অনেকটা ভয় পেয়েছিলাম। চিন্তা আসছিল কখনো তো ভার্সিটিতে থিসিস লিখিনি। তাহলে কিভাবে লিখবো! কিন্তু যখন শ্রদ্ধীয় উস্তাযগণ থিসিস বিষয়ে ক্লাসে বললেন এবং আমিও আস্তে আস্তে থিসিস বিষয়ে গবেষণা করা ও লিখা শুরু করলাম তখন আমার কাছে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হলো! মনে হলো এতো ভার্সিটির ওই থিসিস নয়! বরং এতো এক বিরাট বড় সুযোগ দ্বীনের খিদমতের, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ প্রিয় মাদ্রাসা IOM কে ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কবুল করে নিন, আমীন।

কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধীয় সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাযের যিনি তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ উনাকে উওম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

মানুষ মাত্রই ভুল! তাই আমার লিখায় যা-কিছু ভুল রয়েছে, তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। আর যা-কিছু উত্তম তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি। শুরু করছি পরম দয়ালু অতি মেহেরবান আল্লাহর নামে...

ভূমিকা

'গণতন্ত্র' সম্পর্কে আমরা সবাই-ই কমবেশি জানি। তবে গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এই বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম আলোচনা করা হয়। অথচ এই বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জানা অতীব জরুরী। বর্তমানের বড় ফিতনা (পরীক্ষা) গুলোর মধ্যে গণতন্ত্র বা Democracy অনেক বড় ফিতনা। আর আমরা অনেকেই এই ফিতনায় হারিয়ে যাচ্ছি, আমাদের মূল্যবান সম্পদ ঈমানকে হুমকির মুখে ঢেলে দিচ্ছি। আর এই ফিতনায় হারিয়ে যাওয়ার কারণ, আমাদের এই বিষয়ে জ্ঞান না থাকা। তাই আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে এই বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানা অত্যন্ত জরুরী। আর কুরআন-সুন্নাহে জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ□□□ □

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন"। ~(আলাক ৯৬:১)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরয" ~(সহীহ ইবনে মাজাহ: ২২৪)

আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি সহজ ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে "গণতন্ত্র ব্যাপারো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" ফুটিয়ে তোলার। আমার লেখনীতে যা-কিছু কল্যাণকর আছে আল্লাহ যেন তা থেকে উম্মাহকে উপকৃত করেন। আর সমস্ত অকল্যাণ থেকে হেফাযত করেন। রাব্বানা তাক্বব্বাল মিন্না।

بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গণতন্ত্র বা Democracy কি বা কাকে বলে?

গণতন্ত্র একটি পারিভাষিক শব্দ। সুতরাং এর নিদিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। যার বিপরীতে অন্য কোন সংজ্ঞা গ্রহণীয় নয়। আর গণতন্ত্র শব্দটির অর্থ হলো- জনগণের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যাপারে সারসংক্ষেপ বললে বলা যায় যে, গণতন্ত্র হলো মানবরচিত এক শাসনব্যবস্থার নাম।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

গণতন্ত্র বলতে এমন জাতিরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায়কে বুঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের সমান ভোটাধিকার থাকে।

(তথ্যসূত্র- https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রুপ

এই শাসনব্যবস্থা জনগণের মতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান এর পরিবর্তে জনগণের মত রচিত হয়। আর এর শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন। যাদের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। আর যারা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তাদের মধ্যে দেখা হয় না বিবেক-বুদ্ধি, ইলম-তাক্বওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ এই শাসনব্যবস্থার ভোট সবাই স্বাধীনভাবে দিতে পারবেন। এই শাসনব্যবস্থায় অধিকাংশ জনগণ যে বিষয় যে মত দেন, তাই-ই গ্রহণ করা হয়। যদিও সেটি আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ এর বিপরীতে হোক না কেন। জনগণ যদি মদ অথবা অন্য যেকোন হারাম জিনিস বা বিষয় বৈধ করার জন্য ভোট দেন, তাহলে সেটি বৈধ হয়ে যাবে। যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশে সুদ, ব্যাভিচার বৈধ। অথচ কুরআন-সুন্নাহে এটি হারাম বা অবৈধ। অনুরুপ জনগণ যদি কোন হালাল জিনিস বা বিষয়

অবৈধ করার জন্য ভোট দেন, তাহলে সেটিও অবৈধ হয়ে যাবে। নিম্নে আমরা এই সম্পৃক্ত কিছু আয়াত দেখবো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قُلۡ اَرَءَیۡتُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ لَکُمۡ مِّنۡ رِّزۡقٍ فَجَعَلۡتُمۡ مِّنۡهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلۡ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَکُمۡ اَمۡ عَلَی اللّٰهِ تَفۡتَرُوۡنَ ﴿۵۹﴾

বল, "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযক নাযিল করেছেন, পরে তোমরা তার কিছু বানিয়েছ হারাম ও হালাল'। বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ?" ~(ইউনূস ১০:৫৯)

قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَکُمُ الَّذِیۡنَ یَشۡهَدُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنۡ شَهِدُوۡا فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡ ۚ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ وَ هُمۡ بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُوۡنَ ﴿۱۵۰﴾

বল, "আল্লাহ যে এটা হারাম করেছেন সে ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে হাজির কর। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না। যারা আমার আয়াতগুলোকে অমান্য করে, আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না আর তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি কক্ষনো তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না"। ~(আনআম ৬:১৫০)

সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে সারসংক্ষেপে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের বা প্রতিনিধিদের মত মান্য করা হয়। শরীয়ার বা ইসলামি আইনের নির্দেশনাবলি মান্য করা হয় না।

**(আরবি ভাষায় শরীয়াহ বলতে পথ বোঝায়। আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্যে মানুষের জন্য অনুকরণীয় আচরণবিধি। শরীয়া বলবৎ হলে ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজের সকল ক্ষেত্র শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। শরীয়তের আওতায় ব্যবসায়-বাণিজ্য, পারিবারিক আইন, নৈতিকতা, অপরাধ ও শাস্তি, দান-খয়রাত সহ সবই রয়েছে। তথ্যসূত্র- Wikipedia)

অথচ কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

“আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না” ~(মায়েদা ৫:৪৯)

**(এখানে তার মাধ্যমে বলতে কুরআনের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে।)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন যে,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ

“সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসারী হ’ত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত” ~(মুমিনূন ২৩:৭১)

আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের তাঁর ই'বাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ যেন দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং সুশৃঙ্খলের সাথে ই'বাদত করতে পারে তার জন্য দিয়েছেন ‘ইসলামি আইন’।

আমরা অনেকে ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করি না। আমরা বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হই। আর যখন পাপ কাজ গুলো প্রকাশ্য লাভ করে তখন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। তাই ইসলাম রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছে যেসব কারণে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয় তা থেকে সমাজকে রক্ষা করা। এমনকি রক্ষা করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছে ইসলাম। যেমন,

প্রথমত, ইসলামের দাওয়াহ দেওয়া। যে বা যারা পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছেন তাদের বুঝানো পাপ কাজ করলে দুনিয়াতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর আখিরাতেও

আল্লাহ তাআ'লা অসন্তুষ্ট থাকার কারণে পুরস্কার তথা জান্নাত লাভ করা যায় না। এভাবে আল্লাহ ভীতি জাগ্রত রাখা দাওয়াহের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াহ দেওয়ার পরও যদি কেউ অপরাধ করেন তাহলে ইসলাম বলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। আর ইসলামে শাস্তি ৩ ধরনের। যথা-

১. এমন শাস্তি যা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তবে কার্যকর করার দায়িত্ব অপরাধীর নিজের উপর ন্যস্ত করেছেন। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কাফফারা।

২. এমন শাস্তি যা কুরআন বা হাদিসে নির্ধারিত। তবে তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব সরকারের। যেমন, হুদ্দ ও কিসাস।

৩. এমন শাস্তি যার কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নয়, বরং তা বিচারকের বিবেচনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিচারক সবদিক বিবেচনা করে যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন ততটুকু শাস্তি প্রয়োগ করবেন। আর এটাকে 'তাজির' বলা হয়।

ইসলামি আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য

- ইসলাম অপরাধের জন্য পথ খোলা রেখে অপরাধ করার সুযোগ দেয় না, বরং অপরাধ যেন না হয় এবং শাস্তি যাতে ভোগ করতে না হয় তার জন্য ইসলাম বিভিন্ন বিধিবিধান দিয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, যাকাত। এই যাকাতের নিয়ম যদি চালু থাকে তাহলে কেউ চুরি করবে না। কারণ যাকাত তার প্রয়োজন পূরণ করে দিচ্ছে। আর অপরাধের দরুন্দ হাত কাঁটার যে শাস্তি তা থেকেও সে বেঁচে গেল। এ তো মাত্র একটি উদাহরণ আমরা দেখলাম! এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।

  বর্তমান যুগের দিকে তাকালেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যাকাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। আজ সমাজে চুরি-ডাকাতির ঘটনা অহরহর শুনা যায়। আমরা মানুষ কেমন জানি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। অথচ আজ যাকাতের বিধান যদি প্রত্যেক নাগরিকের উপর অত্যাবশ্যক পালনীয় থাকতো, তাহলে আজ সমাজের এই করুন অবস্থা হত না।

- ইসলাম ইনসাফের সাথে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে, এক পক্ষের অভিযোগ শুনে অপর পক্ষকে উপেক্ষা করার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং ইসলান উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনে বিচারককে একটা ফায়সালা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

  অথচ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বেশিরভাগ সময় সঠিক বিচার হয় না। অধিকাংশ সময় আসল অপরাধী মুক্ত ও নিরাপদ থাকে। কিন্তু যিনি অপরাধী না তাকে বিনাকারণে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

- ইসলামে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দূষিত হলে তা ভালো করে যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দেয় ইসলাম। কোনভাবে যদি জানা যায় যে, অপরাধী ক্ষুদার তাড়নায় চুরি করেছে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। অনুরুপ কেউ যদি সামান্য কিছু চুরি করেন, তাহলেও তাকে কোনক্রমেই শাস্তি দেওয়া হয় না।

  কিন্তু গণতন্ত্রে যাচাই-বাছাই তো দূরের কথা! অধিকাংশ সময় বিচারককে টাকার লোভ দেখিয়ে আসল অপরাধী নিস্তার পায়। আর যিনি অপরাধী না তাকে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়।

- ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান। ছোট-বড়, কালো-সাদা, ধনী-গরীব সবার জন্য একই শাস্তি। নিম্নে আমরা এই বিষয়ে একটি হাদিস দেখবো।

মুহাম্মদ ইবনু মুকাতিল (রহঃ) ... উরওয়া ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতংকিত হয়ে গেল এবং উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। উরওয়া (রাঃ) বলেন, উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখনি কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা (রাঃ) কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটি হুকুম (হাদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ?

উসামা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হাম্‌দ ও প্রশংসা পাঠ করে বললেন, "আম্মা বাদ" তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দন্ড প্রয়োগ করত।

যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বানু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যাক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়িশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করতাম। ~(মিশকাত ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩৯৭৩)

- ইসলামে ক্ষেত্রভেদে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই শাস্তি গুলো জনসমক্ষে সংঘটিত হয়ে থাকে। যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজে এই পাপে লিপ্ত না হন। উদাহরণস্বরুপ, পরকীয়া। ইসলামে পরকীয়ায় লিপ্ত ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান রয়েছে।

  সত্যিই আজ যদি পরকীয়া লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামি আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হত, তাহলে পরিবারে এইরকম অশান্তি থাকতো না! ডিভোর্সের সংখ্যা এইভাবে দিনকে দিন বাড়তো না! সমাজের কাঠামো পরিবার ভেঙে যেতো না!

ইসলাম VS গণতন্ত্র

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ لَا تَلۡبِسُوا الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَ تَكۡتُمُوا الۡحَقَّ وَ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۲﴾

"আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে হককে গোপন করো না।" ~(বাকারাহ ২:৪২)

উপরোক্ত আয়াতে হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ বর্তমানে গণতন্ত্রের সাথে ইসলামকে মিশ্রিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে ইসলাম থেকে নেওয়া হয়েছে, নাঊযুবিল্লাহ।

গণতন্ত্র ও ইসলাম একটি অপরটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই। নিম্নে দুটির পার্থক্য বুঝাতে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছিঃ

→ ইসলামে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম হওয়া আবশ্যক। কোন কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারবেন না। বরং বিবেকবুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তি, ইলম ও আমলে অগ্রগামি, তাক্বওয়ায় (আল্লাহর ভীতিতে) এগিয়ে ও পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন এমন কিছু অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরাই শুধু খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারবেন।

কিন্তু গণতন্ত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রতিনিধি নিবার্চনের জন্য আলেম, কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ (যিনি ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছেন), বিবেকবুদ্ধিহীন সবধরনের ব্যক্তিবর্গ সমানভাবে ভোট দিতে পারবেন।

→ ইসলামে শুরা বা পরামর্শের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন করা হয়। আর এই শুরা শুধুমাত্র কয়েকজন পরামর্শযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ে থাকে।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। আর ভোট সবধরনের ব্যক্তিরা দিয়ে থাকেন। এখানে দেখা হয় না কে পরামর্শযোগ্য ব্যক্তি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, শুরা আর ভোট দুটি আলাদা আলাদা বিষয়; এক নয়।

→ ইসলামে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি পরামর্শ দেওয়ার পর তা গ্রহণ করা যায় আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়, দুটোরই সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু, গণতন্ত্রে সেই সুযোগ নেই। গণতন্ত্রে ভোট গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মানদন্ড হয় সংখ্যা। অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তিদের ভোট গ্রহণ করা হয়। আর বাকিদের ভোট উপেক্ষা করা হয়।

→ ইসলামে খলিফা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের বা মুসলিম জাতির কল্যাণের দিক লক্ষ্য রাখা হয়। এখানে কোন দলের বা ব্যক্তির স্বার্থের কথা চিন্তা করা হয় না। প্রতিটি সিদ্ধান্ত মুসলিম উম্মাহের কল্যাণের স্বার্থেই নেওয়া হয়।

অপরদিকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বলে চিল্লানো হয়। অথচ এর কোন পরিণাম আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর কখনো দেখা যাবেও না।
গণতন্ত্রে বেশিরভাগ সময় দলের স্বার্থ দেখা হয়। দেখা হয় না জনগণের কল্যাণ। বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি আসলেই জনগণের কল্যাণ সাধন হচ্ছে?

আমরা জানি যে, গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো 'জনগণের কল্যাণ সাধন'। এখন দেখার বিষয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি আসলেই জনগণের কল্যাণ সাধন হচ্ছে?

বর্তমান পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, পৃথিবী দিনকে দিন অকল্যাণের দিকে যাচ্ছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছেন, অথচ গরীব আরো গরীব হচ্ছেন। খুনাখুনি, ধর্ষন, চুরি-ডাকাতি, আত্মহত্যা ইত্যাদি ছোট-বড় সবধরনের ভয়ংকর কার্যকলাপ বেড়েই চলছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক, পারিবারিক সবদিক দিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায়

পৃথিবী। গুটিকয়েক দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হলেও সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকে তারা পিছয়ে।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শাসকগণ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জনগণকে শুধু এই বলে আস্থা দিয়েই যাচ্ছেন যে, 'আমরা শান্তি চাই' 'আমরা প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ চাই'। কিন্তু কোথায় সেই আস্থার ফলাফল? খবরের পাতা, অনলাইন নিউজফিড দেখলে বুঝা যায় এইসব আস্থা মিথ্যা!

আসলে শাসকগোষ্ঠী ভুলেই গিয়েছেন জনগণের কল্যাণ সাধনের কথা। এই বিষয়ে বাংলাদশের সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বলেন,

"রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য বর্তমানে গণতন্ত্রের ধারণাকে পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকা অথবা ক্ষমতা লাভ করা। গত কয়েক দশক ধরে জনগণের ভালোমন্দের বিষয়গুলো ও নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের বিষয়টি তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছে।" (তথ্যসূত্র- songbad.net.bd 'জনগণের কল্যাণ কি সাধন হচ্ছে')

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, জনগণের কল্যাণ সাধন তো হচ্ছেই না, বরং উল্টো রাজনৈতিক দলসমূহের উন্নতি হচ্ছে। তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে। তাদের দিনকে দিন উন্নতিই হচ্ছে।

মুসলিম শাসক উমর ইবনুল খাত্তার রা. বলেন,

"দূরবর্তী নদীতীরে চর্মরোগগ্রস্ত একটি ছাগী যদি মালিশ করার মত একটু তেলের অভাবে কষ্ট পায়, তবে হাশরের দিন সে সম্পর্কেও রাষ্ট্রপ্রধানকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে"।

সুবহানাল্লাহ! অথচ আজ 'আমরা জনগণের কল্যাণ চাই' বলে বক্তব্য দেওয়া শাসকেরা কোথায়? তারা কি ক্ষুধার জ্বালায় থালা হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকা পথিককে দেখেন না?

মুসলিম শাসক উমর ইবনে আব্দুল আযিয রাহ. এর শাসনামলে যাকাত নেওয়ার মত মানুষের অভাব দেখা গিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ! অথচ বর্তমানে যাকাত দেওয়ার মত মানুষের অভাব দেখা যায়।

আসলে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য 'জনগণের কল্যাণ সাধন নয়' বরং মূল উদ্দেশ্য হলো 'রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতাবান হওয়া'।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো ভালো জানেন মানবজাতির কল্যাণ সম্পর্কে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [البقرة: ٢١٦]

এবং "হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" ~(বাকারাহ ২:২১৬)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

وَ لَكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ □ □□□

"আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাস রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।" ~(বাকারাহ ২:১৭৯)

**(কিসাস হলো শরীয়ার একটি শাস্তির নাম)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানবজাতির জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তাতে মানবজাতির জন্য জীবন বা কল্যাণ রয়েছে। তাই ইসলামি আইনকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে মানবজাতির

কখনোই কল্যাণ সাধন হবে না, বরং অকল্যাণই হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَ مَنۡ اَعۡرَضَ عَنۡ ذِکۡرِیۡ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیۡشَۃً ضَنۡکًا

وَّ نَحۡشُرُهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ اَعۡمٰی

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।" ~(ত্বহা ২০:১২৪)

আমরা স্মরণ বলতে শুধু তাসবীহ পাঠ করা বুঝি। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং আল্লাহর বিধান মানাও আল্লাহকে স্মরণ করার নামান্তর।
সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, জনগণের কল্যাণ সাধন হবে একমাত্র ইসলামি আইন বা ইসলামি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে নয়!

গণতন্ত্রের সাথে কুরআন-সুন্নাহের সাদৃশ্যের খন্ডন

আমরা দেখবো, কিছু ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহের সাথে মানব রচিত বিধিনিষেধের মিল থাকতে পারে। তাই বলে এই নয় যে, তারা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে। কখনোই নয়! তারা কুরআন-সুন্নাহ কি বলে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না; বরং বিষয়টি এইরকম যে কুরআন-সুন্নাহে যা কিছু আদেশ-নিষেধ করা হয়েছে, তা সবকিছুই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। আর জনগণ তো কল্যাণই চায়। তাই কুরআন-সুন্নাহের সাথে মানবরচিত বিধানের কিছু ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়।

যদি এমনো হয় যে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবি করে যে তারা কিছু অংশে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, তবে তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। যথা-

اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡکِتٰبِ وَ تَکۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ یَّفۡعَلُ ذٰلِکَ مِنۡکُمۡ اِلَّا خِزۡیٌ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یُرَدُّوۡنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ □ □□□

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।" ~(বাকারাহ ২:৮৫)

উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কেউ যদি কুরআনের কিছু অংশ মানেন আর কিছু অংশ না মানেন তবে তিনি দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। আর আল্লাহর আইনের আংশিক মানা আল্লাহর কাছে কোনভাবেই গ্রহণীযোগ্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আদেশ করেছেন ইসলামকে পরিপূর্ণ রুপে মানতে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِی السِّلۡمِ کَآفَّۃً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّیۡطٰنِ ؕ اِنَّہٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ □

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।"
~(বাকারাহ ২:২০৮)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ইসলামে পরিপূর্ণ রুপে প্রবেশ করতে হবে অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্য করতে হবে। এবং নিজের জীবনকে ইসলামের দিকনির্দেশনায় সাজাতে হবে।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহের অংশবিশেষ অনুসরণের ফলে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে যায় না; বরং সম্পূর্ণ অনুসরণেই একটি রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হয়।

কেন ইসলামে গণতন্ত্রের জায়গা নেই?

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ৯৯ টি সিফাত বা গুণের মধ্যে একটি সিফাত হলো 'الحكيم' (আল-হাকিম)। যার অর্থ বিধানদাতা। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

فَالۡحُكۡمُ لِلّٰهِ الۡعَلِىِّ الۡكَبِيۡرِ□□□ □

"হুকুম দেয়ার মালিক আল্লাহ- যিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ" ~(গাফির ৪০:১২)

اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই" ~(ইউসুফ ১২:৪০)

اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ□□ □

"আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন"? ~(ত্বীন ৯৫:৮)

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ□□□ □

"তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম"? ~(মায়েদা ৫:৫০)

مِنۡ وَّلِىٍّ ۫ وَّ لَا يُشۡرِكُ فِىۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

"তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার করেন না" ~(কাহফ ১৮:২৬)

اَلَا لَهُ الۡخَلۡقُ وَ الۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ

জেনে রেখ, "সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক"। ~(আরাফ ৭:৫৪)

আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করল যে, আল্লাহ তাআ'লা বিধান তৈরীর কিছুটা অধিকার বান্দাদের দিয়েছেন, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কুফরী করলো ঐসমস্ত বিষয়ের সাথে যা দিয়ে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবীদেরকে পাঠিয়েছেন"। ~~~জামিউল বায়ান ফি তা'বীলীল কুরআন -যা তাফসীরে তাবারী নামে প্রসিদ্ধ। ১২তম অধ্যায়। আরাফ ৫৪ নং আয়াতের তাফসীর।

~~~ কালেক্ট- ইসলাম ও গণতন্ত্র বই

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআ'লাই একমাত্র বিধানদাতা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই, ক্ষমতাও নেই। তাঁর বিধানের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনাই হয় না। আর তাঁর বিধান যে কতটা সুন্দর, কতটা কল্যাণকর তা বর্তমান ইসলামি রাষ্ট্র আফগানিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়। অন্যদিকে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলোর দিকে তাকানো হয়, তাহলে আমরা দেখতে পারবো মানবরচিত রাষ্ট্র গুলো কতটা বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। তাদের আখিরাত তো ধ্বংস হচ্ছেই সাথে দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে। অথচ আফগানিস্তান এবং পূর্বের যুগে যারাই আল্লাহর দেওয়া কুরআন দিয়ে ও সুন্নাহের অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তারা আখিরাতে তো সফলকাম হবেনই এর পাশাপাশি দুনিয়াতেও তারা কল্যাণের সাথে ছিলেন। আমাদের বুঝতে হবে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভালো জানেন কিভাবে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হলে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হবে। মানুষতো কিসে নিজের কল্যাণ সে সম্পর্কেও অবগত নয়। সেখানে অন্যের কল্যাণ সম্পর্কে কিভাবে জানবে? কিভাবে অন্যের কল্যাণের ফায়সালা করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

مَثَلُ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ الۡعَنۡكَبُوۡتِ ۚۖ اِتَّخَذَتۡ بَيۡتًا ؕ وَ اِنَّ اَوۡهَنَ الۡبُيُوۡتِ لَبَيۡتُ الۡعَنۡكَبُوۡتِ ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ

“যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার মত। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানত!” ~(আনকাবূত ২৯:৪১)
~~~

মানুষ মানুষের অভিভাবক হতেই পারে না। বরং মানবজাতির একমাত্র অভিভাবক, হুকুমদাতা, বিধানদাতা তো কেবল তারই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা।

- আল্লাহ রাবুল আ'লামিন কুরআনুল কারীমে নির্দেশ করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে।

এই বিষয়ে কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করছি,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهاجا

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়াত ও স্পষ্ট পন্থা"

একই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ

"কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে, আর তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না"। ~(মায়েদা ৫:৪৮)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং

সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব" ~(বাকারাহ ২:১৭৮)

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ কে বলেন,

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡکُمَ بَیۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىکَ اللّٰہُ ؕ وَ لَا تَکُنۡ لِّلۡخَآئِنِیۡنَ خَصِیۡمًا

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না" ~(আন-নিসা ৪:১০৫)

اَفَغَیۡرَ اللّٰہِ اَبۡتَغِیۡ حَکَمًا وَّ ہُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ اِلَیۡکُمُ الۡکِتٰبَ مُفَصَّلًا

"আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন"
~(আনআম ৬:১১৪)

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ یَزۡعُمُوۡنَ اَنَّہُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ یُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ یَّتَحَاکَمُوۡۤا اِلَی الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ یَّکۡفُرُوۡا بِہٖ ؕ وَ یُرِیۡدُ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یُّضِلَّہُمۡ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا (٦٠)

"তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়"। ~(নিসা ৪:৬০)

***(ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে ইবাদতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত*

অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহবান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইলামুল মু'আক্কোয়ীন])

ثُمَّ جَعَلۡنٰکَ عَلٰی شَرِیۡعَۃٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡهَا وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸﴾

"তারপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না"। ~(জাসিয়া ৪৫:১৮)

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, একটি রাষ্ট্র কেবল আল্লাহ প্রদত্ত আইন অনুসারে পরিচালিত হবে। আর এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আদেশ। আর যে আল্লাহর আদেশ মান্য করে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَ بَشِّرِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ کُلَّمَا رُزِقُوۡا مِنۡهَا مِنۡ ثَمَرَۃٍ رِّزۡقًا ۙ قَالُوۡا هٰذَا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ ۙ وَ اُتُوۡا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمۡ فِیۡهَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَۃٌ ٭ۙ وَّ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۵﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে"। ~(বাকারাহ ২:২৫)

আর যে আমান্য করে তাকে দুঃসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِن الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْن

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াত
সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে হ'তে পারে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব" ~(সাজদাহ ৩২:২২)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

"যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব" ~(ত্ব-হা ২০:১২৪-১২৬)

- এইবার আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর একটি হাদিস দেখবো-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ...এবং "যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতারা (শাসক গোষ্ঠী ও ইমামগণ) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিধান (ও ফায়সালা) না দেয় এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বরণ না করে,ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মাঝে গৃহদন্ধ বহাল রাখেন"।

~(ইবনে মাজাহ ৪০১৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৫৫০, সহীহ তারগীব ৭৫৯, হাদিসের মান: সহীহ)

- সবশেষে আমরা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত দেখবো যা এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিবে যে, “কেন ইসলামে গণতন্ত্রের জায়গা নেই?” আল্লাহ তাআ'লা কুরআনুল কারীমে বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَام

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম” ~(আল-ইমরান ৩:১৯)

দ্বীন আরবী শব্দ এর অর্থ হলো ধর্ম। এখানে দ্বীন বলতে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে শুধু বুঝানো হয়নি। বরং এখানে দ্বীন বলতে ইসলামের পুরো লাইফস্টাইলকে বুঝানো হয়েছে। আর বলা যায় লাইফস্টাইলের অপর নাম শরীয়াহ বা ইসলামি আইন বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা। কেননা একটি রাষ্ট্র শাসনবিহীন চলতে পারে না। আর যদি চলে তাহলে পাপাচার ক্রমেই বাড়বে। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই শাসনব্যবস্থা একটি অপরিহার্য বিষয়। আর শাসনব্যবস্থা হিসেবে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থা।

সুতরাং উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা নিকট শরীয়াহ বা ইসলামি আইন-ই একমাত্র গ্রহণীয়, গণতন্ত্র নয়। তাই ইসলামে গণতন্ত্রের কোনক্রমেই জায়গা নেই।

গণতন্ত্র অনুকরণের ভয়াবহতা

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে জেনেছি যে, ইসলামি আইন হলো আল্লাহ প্রদত্ত আইন। আর যে কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আইনের অনুসরণ করবে তার জন্য কুরআনুল কারীমে সুসংবাদ রয়েছে। অনুরূপ যে কেউ আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনের অনুসরণ করবে তার জন্য দুঃসংবাদ ও কঠিন হুশিয়ারি রয়েছে। নিম্নে আমরা এই বিষয়ে কিছু আয়াত দেখবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ □ □□□

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। ~ (আল-বাকারাহ ২:৭৯)

وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوۡنَ□□□ □

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম। ~(আল-মায়েদা ৫:৪৫)

উক্ত ৫:৪৫ আয়াতের তাফসীর: এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, যে গোত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা করেছিল তারা যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আসলে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে, সেই মোতাবেক বিচার-ফায়সালা করে এবং নিজেদের জীবনের সকল কর্মকান্ডে ঐ বিধান থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে আল্লাহর দরবারে তারা যালেম (অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী), ফাসেক (পাপী) ও কাফের বিবেচিত হবে। আর এই ধরনের লোকেদের জন্য আল্লাহ তিন রকম শব্দ ব্যবহার করে নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কথা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। এর পরেও যদি মানুষ নিজেদের জীবনে নিজসব মনগড়া বিধান এবং নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে এর থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡکٰفِرُوۡنَ□□□□ □

আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। ~(আল-মায়েদা ৫:৪৪)

উক্ত আয়াতের তাফসীর থেকে আংশিক: ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছে তা অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। আর যে কেউ তা স্বীকার করবে, কিন্তু বাস্তবায়ন করে তদনুসারে বিধান দিবে না সে যালেম ও ফাসেক হবে। (তাবারী, তাফসীরে জাকারিয়া)

সুতরাং আমরা উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম যে, ইসলামি আইনের বিপরীতে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করা কতটা ভয়াবহ বিষয়! ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার মানে হলো নিজের হাতে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করা।

উদ্দেশ্য এক পথচলা ভিন্ন

এই পর্যায়ে আমরা দু’জন বান্ধবীর গল্প শুনবো। যাদের কিনা জীবনের উদ্দেশ্য এক, তবে পথচলা ভিন্ন ছিল। তবে একটা সময় আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তাদের পথচলা ও উদ্দেশ্য এক হয়ে যায়। দু'জনের পথচলা হয় ইসলামের দিকে। এবং জীবনের উদ্দেশ্য হয় উম্মাহের কল্যাণ।

আর দু'জনের এই পথচলা ও উদ্দেশ্য এক হতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মারিয়াম। তিনি সফল হন তার বান্ধবী খাদিজার অন্তরে ইসলামের জায়গা করে দিতে। তিনি সফল হয় তার বান্ধবীকে গণতন্ত্র দিয়ে জনগণের কল্যাণ করার পরিবর্তে, ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জনগণের কল্যাণ করতে।

মারিয়াম আর খাদিজা দু'জন একই বয়সি। স্কুল থেকে শুরু করে ভার্সিটি জীবন দু'জনের একসাথেই কাটে। মারিয়াম কলেজ জীবনে পদার্পণের পর দ্বীনের বুঝ পান। তখন থেকে তিনি পরিপূর্ণ দ্বীন মানা শুরু করেন। তবে খাদিজা বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলেন না। কেননা, যেখানে মারিয়াম জিন্স আর পেন্ট পরে চলাফেরা করতেন, সেখানে কালো বোরখা ও নিকাবসহ হাত-পা মোজা! তারপরও খাদিজার মারিয়ামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকার দরুন, খাদিজা মারিয়ামকে কখনো কিছু বলেননি।

খাদিজা খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। কলেজ জীবন থেকে জনগণের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা ফিকির করতেন। কিভাবে জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করা যায় তা নিয়ে বড়দের কাছে উপদেশ চাইতেন। তবে তখনো তিনি ইসলাম সম্পর্কে তেমন জানতেন

না। কারণ, উনার পরিবার খুব মর্ডান ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিষয় নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলোও তারা সঠিকভাবে মানতেন না।

ভার্সিটি জীবনে উঠার পর খাদিজা চিন্তা করেন জনগণের কল্যাণে কিছু করবেন। তখন 'মেয়ে সংগঠন' নামে একটি দলের সাথে খাদিজা সংযুক্ত হন। এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা শুরু করেন। দলটি মূলত একটি রাজনৈতিক দল ছিল। তারা জনগণের কল্যাণের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ করতো। যদিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা লাভ করা। তবে, খাদিজার এই ব্যাপারে জানা ছিল না। তিনি জনগণের কল্যাণের স্বার্থে খুব আন্তরিকতার সাথে তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। ইলেকশনের সময় ঘরে ঘরে গিয়ে ভার্সিটির সিনিয়র ও জুনিয়র বোনদেরকে ভোট দেওয়ার জন্য বলতেন। এবং জনগণের কল্যাণে যে মিছিল গুলো হতো, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন।

মারিয়াম তখন ইসলামের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা শুরু করেন। তখন তিনি জানতে পারেন যে, শুধু নিজে ইসলাম মানলে হবে না, বরং নিজে মানার সাথে অন্যকেও ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। তাই মারিয়াম খাদিজাকে আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে বলতে শুরু করেন। আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করেন। দু'জনের জীবনের প্রাপ্তি গুলো স্মরণ করিয়ে বলেন, এটা তো আমাদের পাওয়ার কথা ছিল না! আল্লাহই আমাদের দিয়েছেন।

খাদিজা যেহেতু চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন তাই তিনি মারিয়ামের এইসব কথাবার্তা নিয়ে খুব ভাবতেন। তবে, তার বান্ধবীকে কিছু বুঝাতেন না। শুধু শুনতেন আর 'হুম' বলতেন। আসলে মারিয়াম উনার মাদ্রাসা IOM এর তালিমে শুনেছিলেন হিকমার সাথে দাওয়াতি কাজ করতে। তখন থেকে মারিয়াম চিন্তা করলেন উনার বান্ধবী যেহেতু চিন্তাশীল, তাই উনাকে ওইভাবে দাওয়াত দিবেন যেভাবে দিলে উনার চিন্তাশক্তি কাজ করে।

এইভাবে মারিয়ামের দাওয়াতি কাজ চলছিল। আর মারিয়াম শুধু যে উনার বান্ধবীকে দাওয়াত দিতেন বিষয়টা এমন না। বরং তিনি তার সাধ্য অনুযায়ী তার পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা মহিলা ও শিশু ছিলেন তাদেরও বিভিন্ন ভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

একদিন খাদিজা ভার্সিটি থেকে বিকেল বেলা ঘরে ফিরলেন। রুমে ঢুকে দেখেন বিছানায় কিছু ফুল আর একটি চিরকুট। চিরকুটে লিখা "প্রিয় বান্ধবী আমার! আমি তকে আল্লাহর জন্য অনেক ভালোবাসি! ~ইতি তর বান্ধবী মারিয়াম" এই লিখাটুকু খাদিজার অন্তরকে নারিয়ে দেয়। তিনি অবাক হয়ে যান এই কথা চিন্তা করে যে, মারিয়াম আর তার মধ্যে এখন বলতে গেলে অনেক তফাত। কারণ মারিয়াম তার মতো বেপর্দা চলাফেরা করেন না। তারপরও মারিয়ামের অগাধ ভালোবাসা দেখে তিনি অভাব! তিনি বুঝতে পারেন মারিয়াম যে ইসলামকে মানছেন সেটা তার জানা ওই ইসলাম নয়! বরং এতো এক অপূর্ব সুন্দর ইসলাম! যা তার বান্ধবীকে এই শিক্ষা দেয় না যে, আমি এখন ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে মানা শুরু করেছি তারমানে আমি এখন আমার আশেপাশে যারা পরিপূর্ণ ইসলাম মানেন না, তাদের উপেক্ষা করে চলবো। খাদিজা তার হাতে চিরকুটটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরেন।

মাগরিবের আযানে তার ঘুম ভাঙ্গে। তখন থেকে তিনি মনস্থির করেন যে, তিনি নামাজ পড়া শুরু করবেন। তিনি সুন্দর করে ওযু করলেন অতঃপর সুন্দর একটি খিমাড় পরে নামাজ পড়লেন। খিমাড়টা মারিয়ামেরই দেয়া। মারিয়াম তার বান্ধবীকে বিভিন্ন ভাবে দাওয়াত দেন। কখনো চকলেট, আবার কখনো হিজাব উপহার দিয়ে ইসলামের সুন্দর্য দেখাতেন। আর এই দাওয়াতের পদ্ধতি গুলো তার মাদ্রাসা Islamic Online Madrasah-IOM এর তালিম থেকেই শিখেছেন। সেখানে বোনদের তালিম ও তাদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি শুনে শুনে তিনি তার জীবনে প্রয়োগ করেন।

খাদিজা নামাজ শেষ করলেন। কি এক অদ্ভুত অনুভূতি! খাদিজার তখন মনে হলো, তিনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি!
ঈমানের স্বাদ এইরকমই! মানুষ বুঝ উঠতে পারে না কিভাবে এই স্বাদ বুঝাবে!
কিছুক্ষণ পর ফোন আসলো মেয়ে সংগঠন থেকে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তাকে যেতে হবে। তাই ফোনটা রেখে খাদিজা বের হলেন। তবে আগের চেয়ে ড্রেসআপে পরিবর্তন আসলো। জিন্স পেন্টের জায়গায় সালোয়ার কামিজ সাথে ছোট একটা হিজাব। যদিও হিজাব চুলকে ও শরীরকে পুরোপুরি ঢাকিনি। তারপরও জেন্স পেন্টের জায়গায় সেলোয়ার-কামিজ-হিজাবের তুলনা হয়না! আর খাদিজার জন্য এটাও অনেক কঠিন ছিল। তিনি চেষ্টা শুরু করেছিলেন, ভালো মুসলিম হতে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়াতাআ'লা তাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তো কুরআনে বলেছেন,

يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَ يَهۡدِيۡهِمۡ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন। ~(আল-মায়েদা ৫:১৬)

মারিয়াম এবার আস্তে আস্তে গণতন্ত্র সম্পর্কে জানতে শুরু করলেন। যেহেতু মারিয়াম ত্বলীবুল ইলম অর্থাৎ ইলম (ইসলামি জ্ঞান) অর্জনকারী তাই উনার শিখায় পরিবর্তন আসে। নতুন নতুন বিষয় তিনি জানার চেষ্টা করেন। মারিয়াম যখন গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এবং তৎক্ষনাৎ উনার তার বান্ধবীর কথা মনে পরলো। তখন তিনি তাকে কিভাবে দাওয়াত দেওয়া যায় চিন্তা ফিকির করলেন। ভাবলেন, এখন থেকে খাদিজাকে ইসলামি বই উপহার দিবেন। আর গণতন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান করতে তিনি তার বান্ধবীর অন্তরে কুরআন ও সিরাহের বীজ রোপণ করবেন।

শুক্রবার দিন মারিয়াম ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন তা জানা সত্ত্বেও খাদিজা মারিয়ামের বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। কিন্তু খাদিজার উদ্দেশ্য বেড়ানো না, বরং মারিয়াম কি ইবাদত করেন তা দেখা আর শিখা। আর খাদিজা যে দ্বীন মানা শুরু করেছেন তা সম্পর্কে মারিয়ামকে কিছু বলেনি। কিন্তু মারিয়াম তো ঠিকই বুঝতে পারছিলেন।

খাদিজা মারিয়ামকে ফলো করছিলেন। জুম্মাবারে কি করেন, না করেন তাও কৌশলে কৌশলে জিজ্ঞেস করছিলেন।
তারপর দুপুরের খাবার শেষে আসরের আগে বেড়িয়ে পরলেন। কারণ তিনি জানেন আসর থেকে মাগরিব মারিয়ামের ইবাদতের ও দুআর সময়।

বের হবার সময় মারিয়াম খাদিজাকে নবীজি ﷺ এর সিরাহ (জীবনী) উপহার দিলেন। খাদিজা খুশি মনে সিরাহ নিয়ে বের হয়ে গেলেন। তিনি খুব এক্সাইটেড এই বই নিয়ে। কারণ এই বই মারিয়ামের খুব পছন্দের একটি বই।

এইভাবে চলছিল দুই বান্ধবীর পথ চলা। খাদিজার মধ্যে দিনকে দিন অনেক পরিবর্তন আসছিল। আর মারিয়াম তা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু, তিনি কখনো তার বান্ধবীকে কিছু বলেননি।

একদিন মারিয়াম আর খাদিজা গল্প করছিলেন। তখন মারিয়াম খাদিজাকে বলেন প্রতিদিন কুরআন তর্জমা পড়তে। তাহলে অন্তরে এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব হবে। খাদিজা কথাটা খেয়াল করেননি। তাই তার পড়াও হয়নি।

এরই কিছুদিন পর, খাদিজা মারিয়াম দুই বান্ধবী গল্প করছেন শৈশব নিয়ে। হঠাৎ কথায় কথায় খাদিজা মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ছাড়া তার সকাল শুরু হয় না? খাদিজা প্রশ্নটা এমনিই করেছিলেন। তবে খাদিজা মারিয়ামের চলাফেরা খুব ফলো করতেন। কারণ তিনি মারিয়ামের মাঝে সুন্নাহের অনুসরণ খোঁজে পান। তাই এটা জানারও ইচ্ছা ছিল তার।

মারিয়াম বললেন, তার সকাল শুরু হয় না যতক্ষণ না তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর না করেন।
- খাদিজা বললেন, তিলাওয়াত তো বুঝলাম কিন্তু তাদাব্বুর কি?
- মারিয়াম বললেন, তাদাব্বুর মানে কুরআনের অর্থ পড়া চিন্তা ও ফিকিরের সাথে।
এইকথা শুনার পর থেকে, খাদিজাও তার সকালের বন্ধু বানালেন কুরআনকে। সাথে নবীজি ﷺ এর সিরাহকেও। পরিবর্তন আসতে থাকলো খাদিজার মধ্যে।

একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়, মারিয়াম কুরআন পড়ার দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু খাদিজা কথাটা খেয়াল করেননি। তাই উনার পড়াও হয়নি। তবে দিনশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঠিকই মারিয়ামের মাধ্যমে খাদিজাকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করার জন্য কুরআনের কাছে নিয়ে আসলেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর!

হঠাৎ একদিন মারিয়ামের বাসায় বেল বাজলো। মারিয়াম জানালা দিয়ে দেখলেন বোরকা পরা কেউ একজন এসেছেন। তিনি ভাবলেন মনে হয় তার কোন দ্বীনি বোন এসেছেন। যদিও না বলে আসার কথা না।
দরজা খুলে ভিতরে আসতে বললেন। ঢুকার পর বোরকা পরা মহিলা বললেন, চল তর রুমে চল। মারিয়াম কণ্ঠ চিনতে পেরেও কেন জানি চিনতে পারছিলেন না। তারপরও রুমে নিয়ে যান উনাকে।

রুমে গিয়ে বোরকা পরা মহিলা নিকাব খুললেন। নিকাব খুলতে না খুলতেই অভাব মারিয়াম...এতো খাদিজা! মারিয়াম কাঁদছিলেন আবার হাসছিলেন। যে মেয়ে জিন্স আর পেন্ট ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না, সে মেয়ে আজ কালো বোরখা-নিকাব-হাত-পা মোজা পরে দাঁড়িয়ে আছেন! আল্লাহু আকবর! আল্লাহ কিভাবে অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারেন, এই চিন্তাই করছিলেন মারিয়াম!

ওইদিন দু'জনের খুব গল্প হলো। গল্পে গল্পে খাদিজা বললেন, আমি যে একটা রাজনৈতিক দলের সাথে ছিলাম ওইটা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, আমি কুরআন ও সিরাহ পড়ে বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম গণতন্ত্র দিয়ে জনগণের কল্যাণ সাধনে সমর্থন করে না। বরং ইসলাম, ইসলামি আইন দিয়ে জনগণের কল্যাণ সাধনের কথা বলে।

আমি তো উম্মাহের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করতে চাই। আমি এখন কিভাবে পর্দামেন্টেইন করে উম্মাহের কল্যাণ করতেন পারি? খাদিজার প্রশ্ন মারিয়ামকে।
মারিয়াম বললেন, আমরা মহিলার চাইলে পর্দা ভিতর থেকে উম্মাহের কল্যাণ করতে পারি। আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য বোনদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি। মারিয়ামের কথা শুনে খাদিজার মন ভরে গেল। চিন্তা করলেন দাওয়াতি কাজ শুরু করে দিবেন। খাদিজা মারিয়ামকে বললেন, তারা দু'জন মিলে হিকমার সাথে দাওয়াতি কাজ করবেন।

খাদিজা নিজের বাসায় চলে গেলেন। ঘুমাতে যাবেন মারিয়াম, তখন তার মনে পরলো খাদিজার প্রত্যাবর্তনের কথা। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন। এবং কৃতজ্ঞ হলেন তার মাদ্রাসা IOM এর। যাদের মাধ্যমে তিনি তার বান্ধবীকে দ্বীনে ফিরে পেলেন।

মারিয়াম সফল হয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি হিকমার সাথে দাওয়াতি কাজ করেছিলেন। দ্বীনি বোনদের সহচর্যে থাকাটাও তার দাওয়াতে অনেক প্রভাব ফেলেছিল। কারণ, তিনি বোনদের থেকে নতুন নতুন বিষয় শিখে শিখেই দাওয়াতি কাজ করছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয়, মারিয়াম চাইলেই মুখে বলে দাওয়াত দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং তিনি এখানে হিকমাহ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কুরআন ও সিরাহের সাথে খাদিজার সম্পর্ক করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি খাদিজার অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহের আলো জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

“এইভাবেই পর্দার আওতায় থেকে প্রত্যেক বোনের দাওয়াতি কাজ চলুক...প্রত্যেক দাঈয়াহ বোনদের আল্লাহ সফল করুন ও তাদের কবুল করে নিন, আমীন য়া রব।”

***

وصلى الله عليه واله واصحابه اجمعين

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে (এ সেবা) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি এবং কেবল আপনিই সব কিছু শা েনেন ও সবকিছু জানেন।

~(বাকারাহ ২:১২৭)